West Bengal Form No. 27

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr. P.C.)

1564

1. Dist. SPC P.S. Matigara Year 2022 FIR No. 1013/22 Date 28/09/22

2. (i) Act IPC Sections 406/420/120B (ii) Act .... Sections ....

(iii) Act .... Sections .... (iv) Others Acts & Sections ....

3. (a) Occurrence of Offence : Day .... Date From 21/05/2014 Date To Till date

Time Period .... Time From .... Time To ....

(b) Information received at P.S. Date 28/09/22 Time 15:15 hrs.

(c) General Diary Reference : Entry No(s) 1676 Time 15:15 hrs.

4. Type of Information : Written — Written / Oral

5. Place of Occurrence : (a) Direction and Distance from P.S. .... Beat No. ....

(b) Address N.B.L. PS. Matigara Dist Darjeeling

(c) In case outside limit of this Police Station, then the N/A

Name of the P.S. .... District ....

6. Complainant / Informant :

(a) Name Smt. Rupali Roy

(b) Father's / ~~Husband~~'s Name Nagendra Nath Roy

(c) Date / Year of Birth : .... (d) Nationality Indian

(e) Passport No. .... Date of Issue : .... Place of Issue ....

(f) Occupation ....

(g) Address Chengrabandha Fulbarihat PS. N.J.P Dist Darjeeling.

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars

(Attach separate sheet, if necessary) :

① Abhijit Kumar paul @ Abhijit Paul ② Sudip Saha ③ Ranjan and ors.

8. Reasons for delay in reporting by the Complainant / Information

....

9. Particulars of properties stolen / involved (Attach separate sheet, if necessary) :

Rs. 1200000/-

10. Total value of properties stolen / involved ....

11. Inquest Report / U.D. Case No., if any ....

12. FIR Contents (Attach separate sheets, if required) : The Original Written Complaint which is treated as FIR is reproduced over Leaf.

13. Action taken : Since the above report reveals commission of offence(s) as mentioned at item No. 2, registered the case and took up the investigation / directed PSI Sekhar Adhikary .... to take up investigation / refused investigation / transferred to P.S. .... on point of jurisdiction. FIR read over to the Complaint/ Informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the Complainant / Informant free of cost.

(Signature) 28/09/2022
Officer In-charge
Matigara Police Station
Siliguri Police Commissionerate

14. Signature / Thumb impression of the Complainant / Informant: Noted in Original Complaint

Signature of the Officer-in-Charge, Police Station
(Signature) 28/09/2022
Officer In-charge
Matigara Police Station
Siliguri Police Commissionerate

Name : Bipul Talukdar

15. Date & Time of despatch to the court : On 29/09/22 at 11:00h.

Rank : No. SI of Police, MTG PS/SPC

Received on 28/09/22 at 15:15 hrs. vide M.T.G PS GDE No-1676 and Started M.T.G PS case No-1013/22 dtd. 28/09/22 U/s 406/420/120B IPC and endorsed to PSI Sekhar Adhikary for its investigation.

28/09/2022
Officer In-charge
Matigara Police Station
Siliguri Police Commissionerate

To,
The Officer-in-Charge,
Matigara Police Station,
Matigara, Darjeeling
Dated :

Subject: F.I.R.

মহাশয়,

আমি শ্রীমতী রূপালী রায়, পিতা - শ্রী নগেন্দ্রনাথ রায়, ঠিকানা - চেংরাবান্ধা, পো: - ফুলবাড়ী হাট, থানা - এন.জে.পি, জেলা - জলপাইগুড়ি - আপনার নিকট এই মর্মে এজহার করিতেছি যে আমি ২০১৪ সালে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.এ তে ভর্তি হই। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করার সুবাদে আমার সাথে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের registrar branch- এর কর্মী অভিজিৎ কুমার পাল @ অভিজিৎ পালের সহিত আমার পরিচয় হয়। এরপর থেকে বিভিন্ন সময়ে অভিজিৎ পাল আমার বাড়িতে এসে আমার মা, বাবার সঙ্গে পরিচয় করে এবং আমার পরিবারের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন করে এবং ধীরে ধীরে আমার বাবা ও মায়ের বিশ্বাস অর্জন করে। পরবর্তীতে ২০১৪ সাল নাগাদ অভিজিৎ পাল আমার বাবাকে বলে যে তার সাথে সরকারী উচ্চ পদস্থ কর্মচারী ও রাজনৈতিক মহলের ভালো যোগাযোগ রয়েছে এবং সে প্রাইমারী স্কুলে চাকরি করে দিতে পারে। এরপর অভিজিৎ পাল প্রাইমারী স্কুলে আমাকে চাকরি করে দিবে বলে আমার বাবাকে প্ররোচিত করে। অভিজিৎ পালের প্ররোচনায় আমার বাবা বিভ্রান্ত হন। এরপর অভিজিৎ পাল আমাকে সরকারী প্রাইমারী স্কুলে স্থায়ী চাকরি পাইয়ে দেবেন বলে আমার বাবার কাছ থেকে ৯ লক্ষ (নয় লক্ষ) টাকা দাবী করেন। অভিজিৎ পালের প্ররোচনায় পা দিয়ে আমার বাবা ২০১৪ সালের মে মাসে ২১ তারিখে প্রাইমারী স্কুলে আমার চাকরির জন্য ৩,৫০,০০০/- (তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা নগদ অভিজিৎ পালকে তার বাড়িতে গিয়ে দেন এবং বাকি টাকা ধীরে ধীরে দেবেন বলে ঠিক হয়। এরপর ২০১৫ সালের জানুয়ারি মাসে আবার আমার বাবা অভিজিৎ পালকে তার বাড়িতে মাস্টার পারাতে আমার সাথে গিয়ে ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা দেন। আমি ও আমার বাবা ২০১৭ সালের অক্টোবর মাসে অভিজিৎ পালকে ৩,৫০,০০০/- (তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা নগদে দেই।

এরপর অভিজিৎ পাল বলে যে চাকরির সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে কিন্তু D.El.Ed - এর সার্টিফিকেট লাগবে। সেই মতো আমি ২০১৮-২০২০ সালে D.El.Ed. training সম্পূর্ণ করি। আমি D.El.Ed training সম্পূর্ণ করার পর অভিজিৎ পালকে জানালে তিনি বিভিন্ন বাহানায় আমাকে ঘুরাতে থাকে।

এরপর ২০২০ সালের জানুয়ারি মাস নাগাদ অভিজিৎ পাল আমাকে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে ডাকে। সেখানে যাওয়ার পর তিনি আমাকে ও আমার বাবাকে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মী সুদীপ সাহার (যিনি physics department- এ কর্মরত) সাথে আমাদের পরিচয় করান। সুদীপ সাহা আমাদের বলেন যে তিনি অভিজিৎ পাল এবং রায়গঞ্জের রঞ্জন বাবু, তিনজন মিলে সমস্ত চাকরির বিষয়গুলি দেখেন ও চাকরি করিয়ে দেন। সেই সময় সুদীপ সাহা আমাদের বলেন যে প্রাইমারী স্কুলে চাকরি করে দেওয়ার কথা ছিল সেটা কিছু কারণ বশত দেরী হবে। তাই তিনি আমাদের বলেন যে ওনারা দুজন যেহেতু উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মী, তাই তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন মহলের সাথে গোপন সম্পর্ক রয়েছে এবং তারা আমাকে প্রাইমারী স্কুলের বদলে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থায়ী কর্মচারী পদে চাকুরি করে দেবেন। এরজন্য অতিরিক্ত ৩,০০,০০০/- (তিন লক্ষ) টাকা দাবী করেন। আমার বাবা, সুদীপ সাহার কথায় প্ররোচিত হয়ে

অতিরিক্ত তিন লক্ষ টাকা দিতে রাজী হয়ে যান। সেই মতো ২০২০ সালের জানুয়ারি মাসে আমি ও আমার বাবা সুদীপ সাহা ও অভিজিৎ পালকে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ২ নং গেট এর নিকটে ৩,০০,০০০/- (তিন লক্ষ) টাকা প্রদান করি। এরপর করোনার বন্ধের সময় বহুবার কথা হয়। তখন সুদীপ সাহা ও অভিজিৎ পাল বলেন যে করোনার জন্য সবকিছু বন্ধ আছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে কাজ হয়ে যাবে। কিন্তু পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার পরেও চাকরি না হওয়ায় আমি ও আমার বাবা হতাশ হয়ে পড়ি। আমার বাবা তার চাকরি জীবনের শেষ রিটায়ারমেন্ট এর সময় যে টাকা পেয়েছিল, সেগুলি ভাঙিয়ে আমার উন্নত ভবিষ্যতের জন্য নিজের ভবিষ্যতের সঞ্চয় নষ্ট করে অভিজিৎ পাল ও সুদীপ সাহাকে মোট ১২ লক্ষ টাকা নগদে প্রদান করেন। অনেক দিন ঘোরার পরেও চাকরি না হওয়ায় আমি ও আমার বাবা অভিজিৎ পালকে আমাদের দেওয়া টাকা ফেরত দেওয়ার জন্য বলি। প্রথম দিকে অনেকবার ঘুরিয়ে গত ১৩.০৮.২০২২ তারিখে অভিজিৎ পাল আমাকে ডেকে নিজ বাড়িতে SBI এর একটা cheque দেয় যাহার নম্বর ৯৪৭৭৯৫ আমাকে প্রদান করে। উক্ত চেকটি অভিজিৎ পাল ১২,০০,০০০/- (বারো লক্ষ) টাকার রাশি স্ব-হস্তে লিখে দেন। আমি গত ২৬.০৯.২০২২ তারিখে উক্ত চেকটি NBU, campus branch, SBI তে জমা করি। আমার account এ (যাহার নম্বর ৪১২৯৭৫২৩৫০) কিন্তু চেকটি NBU, campus branch, SBI ফেরৎ দেয় এবং তাতে কারণ হিসেবে লিখে দেন : (১. Drawer's signature differs, ২. Insufficient fund.)

মহাশয়, সময়ের সাথে সাথে আমি বুঝতে পারি যে অভিজিৎ পাল ও সুদীপ সাহা দুজনে মিলে আমার বাবাকে প্ররোচিত করে আমাকে সরকারী চাকরী পাইয়ে দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে আমার ও আমার বাবার টাকা আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে আমাদের প্রতারিত করেছে। আমার বাবার কর্মজীবনের সম্পূর্ণ সঞ্চয় আত্মসাৎ করে উক্ত দুজনে আমার ও আমার বাবার জীবন নষ্ট করে চলেছে।

মহাশয়ের নিকট আমার বীনিত নিবেদন এই যে অবিলম্বে উক্ত অভিজিৎ পাল ও সুদীপ সাহার বিরুদ্ধে প্রতারনা ও একজন বৃদ্ধ বয়স্ক মানুষকে প্ররোচিত করে তার অর্থ আত্মসাৎ করার অপরাধের সঠিক শাস্তি প্রদান করা হোক, যাতে ভবিষ্যতে কোন শিক্ষিত বেকার যুবকে প্রতারিত করতে না পারে। এবং মহাশয়ের নিকট আমার অনুরোধ উক্ত অভিজিৎ পাল ও সুদীপ সাহার নিকট হতে আমার ১২,০০,০০০/- (বারো লক্ষ) টাকা ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করে দিলে বাধিত থাকিব।

উক্ত অভিযোগের সমর্থনে আমার নিকট অভিযুক্ত ব্যক্তিদের সাথে আমার কথোপকথনের কল রেকর্ড আমার কাছে রয়েছে, তদন্তের স্বার্থে আমি তা তদন্তকারী আধিকারিককে দিতে সমর্থ হবো।

আমার এই অভিযোগ পত্রটি F.I.R হিসাবে গ্রহণ করলে বাধিত থাকিব।

ধন্যবাদান্তে,

Rupali Roy

শ্রীমতী রূপালী রায়,

7063032573